ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ২ ফাল্গুন ১৪৩০, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

চ্যান্সেলরের সাথে ভাইস-চ্যান্সেলরের সাক্ষাৎ

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের নেতৃত্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি ৩ ধাপে ১৫ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিকসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে।

এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, উচ্চশিক্ষাকে অর্থবহ করতে হলে গবেষণায় জোর দিতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নয়নের ফলে বিশ্ব পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতাকে তুলে ধরতে পারে সে লক্ষ্যে কারিকুলামসহ সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজাতে হবে।

গবেষণা-প্রকাশনা মেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটসমূহের উদ্যোগে দিনব্যাপী 'গবেষণা ও প্রকাশনা মেলা' গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আই.বি.এ) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মেলা উদ্বোধন করেন।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং মেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ এ. মোমেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গবেষণা ও প্রকাশনা মেলা আয়োজনে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানের হতে হলে তার মানসম্মত গবেষণা ও প্রকাশনা থাকতে হয়। গবেষণা, প্রকাশনা ও উদ্ভাবনের মধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যার্টআপ গড়ে উঠে। মানসম্মত স্ট্যার্টআপ গড়ে ওঠার ফলে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদার হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের ডিন ও ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ চার বছরের জন্য এই নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগ লাভের পর ড. বাছার প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) হিসেবে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটসমূহের উদ্যোগে দিনব্যাপী 'গবেষণা ও প্রকাশনা মেলা' গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আই.বি.এ) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মেলা উদ্বোধন করেন।

অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের জীবনবৃত্তান্ত

অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার ১৯৬২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার হাতিরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগ থেকে ১৯৮৩ সালে বি. ফার্ম (অনার্স) এবং ১৯৮৪ সালে এম. ফার্ম ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনশিপ (ICCR) বৃত্তির অধীনে ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মেসিতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. বাছার ১৯৯৭ সালে ফার্মেসি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে তিনি ২০০৭ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০১৪ সালের ২৯ মে থেকে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান

বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ উপাচার্য ভবন লনে সর্বোচ্চ সিজিপিএধারী শিক্ষার্থীদের জন্য এক চা-চক্র আয়োজনের মাধ্যমে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন বক্তব্য রাখেন।

এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তূজা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষা পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে প্রবীণ ইমেরিটাস অধ্যাপকদের নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত নিয়েই দেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, কর্মক্ষেত্রে সফলতার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণার গুনগত মান বৃদ্ধিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মাস্টার প্লান বাস্তবায়সহ সকল ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও অর্জনকে স্বীকৃতি দিতেই এই মিলনমেলার আয়োজন। এখান থেকে তারা কর্মজীবনে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। এই মিলন মেলায় প্রবীণ শিক্ষক ও তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পাবে। সৃজনশীল জ্ঞান, দক্ষতা, মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ধারণ করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুভূতি ব্যক্ত করে কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জারিন তাসনিম রাইসা, ফাহিম রহমান অংকিতা, অপূর্ব রায় চৌধুরী, দিপা রানী রায়, ইমতিয়াজ জাহান চৌধুরী, তাসনীম, সাদিয়া তাসনিম মিনা, মাহফুজা খন্দকার, নিশাত তামান্না আদিবা, অনাদিনী মগ্ন, জান্নাতুল ফেরদৌসি ও সানজিদা নূর-ই আফরিন

২১জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ১২জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ২১জন গবেষক পিএইচ.ডি, ১২জন এম.ফিল এবং ৪জন ডি.বি.এ.ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভায় সভাপতিত্ব করেন। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ফাহমিদা ফেরদৌস, পরিসংখ্যান বিভাগের অধীনে মো. এরশাদুল হক, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ফাহিমা সুলতানা, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে তরুণ কান্তি গায়েন, আরবী বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান ও অলিউল্যাহ্ হাছান, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে মো. মামুনুর রশিদ, মার্কেটিং বিভাগের অধীনে মো. মুজাক্কীরুল হুদা ও মল্লিকা ঘোষ, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে শামীমা আক্তার ইতি, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে নুসরাত সুলতানা ও জান্নাতুল নাঈম, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে রাহাত হোসাইন ফয়সাল, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে শীতল কুমার নাথ, ফিন্যান্স বিভাগের অধীনে মো. কুতুব উদ্দিন, বাংলা বিভাগের অধীনে মোছা: রওশন আরা, মো. রাফাত আলম মিশু ও মো. আনিস-আর-রেজা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক ও আবু সায়িম মো. তোফাজ্জল হোসাইন এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভাষা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনে সকল ভাষার মানুষ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার পেয়েছে-উপাচার্য

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক ভাষা পদযাত্রা বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে বেলুন উড়িয়ে এই ভাষা পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। পদযাত্রাটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভাষার মাসের শুরুতে মহান ভাষা আন্দোলনের সকল শহিদ এবং ভাষা সৈনিকের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এই ভাষা পদযাত্রার মাধ্যমে প্রতিবছর আমরা ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্ব ও উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করা হয়েছে। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশে সকল ভাষার মানুষ আজ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার পেয়েছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

এই ভাষা পদযাত্রায় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম এবং ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানসহ বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেন।

উল্লেখ্য, মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিবছর এই পদযাত্রার আয়োজন করে।

হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৪ অনুষ্ঠিত

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে ফজলুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ২২ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে সূর্য সেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

শহীদুল্লাহ্ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সাকিন আল মাহমুদ চ্যাম্পিয়ন এবং পরিসংখ্যান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী তুষার ইমরান রানার্স-আপ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ হল

জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভাস্কর্য বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী উচাথোয়াই মারমা চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলা বিভাগের এমএস শ্রেণির শিক্ষার্থী শুভ বালা রানার্স-আপ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

ফজলুল হক হল

ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পরিসংখ্যান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মনির হোসেন চ্যাম্পিয়ন এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফয়সাল আহমেদ যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. মাসুম উপস্থিত ছিলেন।

জহুরুল হক হল

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. শাহীন আলম এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. খালিদ মহিবুল্লাহ। এই প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছেন ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. আলমগীর হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম উপস্থিত ছিলেন।

শামসুন নাহার হল

শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী জুয়াইরিয়া ফেরদৌস এবং রানার্স-আপ হয়েছেন ইতিহাস বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী নিলুফা ইয়াসমিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ২২ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে হল

অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. নাঈম ইসলাম এবং রানার্স-আপ হয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মোত্তাসিম বিল্লাহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ উপস্থিত ছিলেন।

সূর্যসেন হল

মাস্টারদা' সূর্য সেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো: তরিকুল ইসলাম ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো: ওমর ফারুক এবং রানার্স-আপ হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো: রিয়াজুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে সূর্য সেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন।

মুহসীন হল

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো: মেহেদী হাসান এবং রানার্স-আপ হয়েছেন সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো: মামুন রেজা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

জসীম উদ্‌দীন হল

জসীম উদ্‌দীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দর্শন বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী আহমদুল্লাহ এবং রানার্স-আপ হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো: ফাহিমুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে কবি জসীম উদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহীন খান উপস্থিত ছিলেন।

এ এফ রহমান হল

স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী জাকির হোসেন এবং রানার্স-আপ হয়েছেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী আদনান রানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে স্যার এ এফ রহমান হলের ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম উপস্থিত ছিলেন।

জিয়া হল

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী হোসেন এয়াছিন আরাফাত এবং রানার্স-আপ হয়েছেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আসিফ মেহমুদ আবাবিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্‌লাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু হল

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দর্শন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো. রামু বাবু এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী আশরাফুল ইসলাম সিয়াম। এই প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মির্জা মনির। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আকরাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রীদের আন্তঃহল এবং ছাত্রদের আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের জিমনেশিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে 'আন্তঃহল জুডো প্রতিযোগিতা-২০২৪' উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ জিয়াউর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার প্রধান অতিথি হিসেবে ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

২১জন গবেষকের পিএইচ.ডি.

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রকৌশল বিভাগের অধীনে মো. আব্দুল মান্নান মন্ডল।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- দর্শন বিভাগের অধীনে তাসলিমা আক্তার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো. আশরাফ উদ্দিন ও মো. কামরুল ইসলাম, আরবী বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ আসকার আলী, ইতিহাস বিভাগের অধীনে লাবনী ইসলাম চুমকী ও সুরাইয়া আক্তার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে শারমিন নাহার ও তানজিনা ইয়াসমিন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে মো. ফজলে সোবহান, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধীনে মোস্তাক আহমেদ ইমরান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধীনে সায়মা আকতার এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে মোছা: ম্যাকসিম পারভীন মিতু।

ডি.বি.এ. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহাম্মদ হানিফ, শীলা মমতাজ ও মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক এবং একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাপানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম এবং জাপান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. ইয়ামামোতো কিওহি উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাপানের স্থপতি মি. তাদাও আন্দো পরিচালিত একটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে একটি 'শিশু গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এই গ্রন্থাগারে জাপান ও বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যিকদের পুস্তক ও শিল্পকর্ম স্থান পাবে। জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এই 'শিশু গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ জাপানের রাষ্ট্রদূতকে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং জাতীয় জাদুঘরে 'শিশু গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় জাপানের রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ইউনান প্রভিন্সের উপ-মহাপরিচালক মি. পেং বিন-এর নেতৃত্বে ১৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিল ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হু জিনমিং এবং ইউনান প্রভিন্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. হাও কুন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তুজা, ঢাবি জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর মি. জুই লিয়েন এবং ঢাবি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হুই উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে মত বিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ক্যাম্পাসে চীনা প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চীন অনন্য অবদান রেখে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চীনের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ এসব সম্পর্ক আগামীতে আরও জোরদার ও মজবুত হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ইউনান প্রভিন্সের উপ-মহাপরিচালক মি. পেং বিন বলেন, বাংলাদেশ আমাদের পরীক্ষিত ও পুরাতন বন্ধু দেশ। আমাদের দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আগামীতে আরও উচ্চতায় নেওয়া হবে। তিনি কুনমিং প্রভিন্স সফরের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে আমন্ত্রণ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং যৌথ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করায় চীনা অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামের উপ পরিচালক মি. ব্রেন ফ্লানিগান গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা, তথ্য প্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামের উপ পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং এক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ প্রেরণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামের উপ পরিচালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ফুলব্রাইট স্কলারশিপের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চান।

ইরানের কালচারাল কাউন্সেলর

ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সৈয়দ রেজা মিরমোহাম্মদী গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের শহীদ বেহেস্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য ইরানের কালচারাল কাউন্সেলরকে ধন্যবাদ জানান।

কালচারাল কাউন্সেলর বলেন, বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান।

অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের গভীর শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম ছিলেন একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ও গবেষক। উদার, মানবিক, নম্র ও বিনয়ী এই গুণী শিক্ষক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কমনওয়েলথ ও হামবোল্ট ফেলো ছিলেন। জ্বালানী ও নবায়নযোগ্য শক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ১০০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল শিক্ষা ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য এই গুণী শিক্ষক স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ রাজধানীর নিজ বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

অধ্যাপক ড. রেবেকা বানু-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রেবেকা বানু-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. রেবেকা বানু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। দেশ-বিদেশের জার্নালে ফিজিক্যাল ফার্মাসি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই গুণী শিক্ষক। উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই শিক্ষক ফার্মাসি শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন। ওষুধ শিল্পের উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. রেবেকা বানু গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। দেশ-বিদেশের জার্নালে ইতিহাস বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কলা অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই গুণী শিক্ষক। উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই শিক্ষক ইতিহাস শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অনন্য অবদান রেখে গেছেন। বরেণ্য ইতিহাসবিদ হিসেবে অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরী গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাজধানীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১২ শিক্ষার্থীর এএফ মুজিবুর

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভালো ফলাফলের জন্য স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানকে মানব কল্যাণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য উপাচার্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এএফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদকপ্রাপ্তরা হলেন- কাজী হাফিজুর রহমান, নাজিফাতুন নাহার, অয়ন্তিকা ঘোষ, সোবাহ ইসলাম, কাজী মেহেদী মোহাম্মদ, মো: ইসলামুল আলম, তৃষ্ণা দত্ত, সাদিয়া আনজুম জুমানা, মো: আনোয়ার হোসাইন, অপূর্ব রায় চৌধুরী, তৃষ্ণা দত্ত (মাস্টার্স) এবং লামিসা কিবরিয়া কেকা।

ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সৈয়দ রেজা মিরমোহাম্মদী গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ইউনান প্রভিন্সের উপ-মহাপরিচালক মি. পেং বিন-এর নেতৃত্বে ১৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিল ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হু জিনমিং এবং ইউনান প্রভিন্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. হাও কুন।

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামের উপ পরিচালক মি. ব্রেন ফ্লানিগান গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

চীনা বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত

'মনোরম চীন, রঙিন ইউনান' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী চীনা বসন্ত উৎসব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ বর্ণাঢ্য এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস, চীনের ইউনান প্রদেশের তথ্য ও পররাষ্ট্র বিষয়ক অফিস এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট এই উৎসবের আয়োজন করে।

ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হু জিনমিং এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ইউনান প্রদেশের উপ-মহাপরিচালক মি. পেং বিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল চীনা বসন্ত উৎসব আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাংলাদেশ, চীন এবং দু'দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উৎসবে চীনের ইউনান প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত আলোকচিত্র ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শন করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সকল শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে বৃত্তির আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, শিক্ষার্থীদের জীবন-মান উন্নয়ন এবং মেধার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে অ্যালামনাইদের সহযোগিতা নিয়ে প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পর্যায়ক্রমে বৃত্তির আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১১ জানুয়ারি ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড'-এর বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে'-এর সভাপতি মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন ইকোসহ অ্যালামনাই নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, অ্যালামনাইদের বৃত্তি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বৃত্তি তহবিল আরও বৃদ্ধি করার জন্য তিনি 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে'-এর নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ দেশ-বিদেশে অবস্থানরত অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, সময় ও সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মানব কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের জীবনবৃত্তান্ত

১ম পৃষ্ঠার পর) ২৮ মে ২০১৭ পর্যন্ত প্রথম মেয়াদে এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ড. বাছার একজন স্বীকৃত medicinal chemist হিসাবে indan-based anti-inflammatory, analgesic, plant growth regulatory compounds, and structure-activity ইত্যাদির বিশেষ একজন দক্ষ গবেষক। তিনি ফার্মেসি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন অসামান্য ওষুধ বিজ্ঞানী। তিনি isolation, purification, and pharmacological evaluation of Bangladeshi traditional and herbal medicines এবং তাদের গুণমান বজায় রেখে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অনন্য দক্ষতার অধিকারী একজন বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক বাছার তার গবেষণাকে এগিয়ে নিতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কয়েকটি গবেষণা অনুদান লাভ করেন।

একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে হাসপাতাল ও ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অনুশীলন এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ড. বাছার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল ও ফার্মেসি প্রাক্টিসের ক্ষেত্র তৈরি করেন। তিনি দেশে ফার্মাকোভিজিল্যান্স (বিরূপ ওষুধের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হ্রাসে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছেন। একটি জাতীয় কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রোধে হাসপাতালে গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা উল্লেখপূর্বক সংক্রমক জীবাণুগুলোর অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী (AMR) হয়ে ওঠা ঠেকাতে সব ধরণের বিশেজ্ঞদের সাথে একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের অধীনে বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসাবে কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে ওষুধ, ভ্যাকসিন এবং সম্পর্কিত চিকিৎসা ডিভাইসের জরুরি ব্যবহারের অনুমোদনে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছেন।

ড. বাছার গবেষণা ও শিক্ষায় ৩৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তিনি clinical, medicinal and natural products chemistry-র ক্ষেত্রে উচ্চমানের আন্তর্জাতিক জার্নালে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশনার সংখ্যা ১৪০টিরও বেশি। তারমধ্যে গবেষণা নিবন্ধ ১৩০টি এবং ১০টি বইয়ের চ্যাপ্টার রয়েছে। তিনি সক্রিয়ভাবে clinical research-এর সাথে জড়িত আছেন। বাংলাদেশে একটি mRNA vaccine candidate উদ্ভাবনের জন্য গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর গবেষকদের সাথে কাজ করছেন এবং দেশ-বিদেশে বাংলাদেশী জেনেরিক পণ্যগুলির (small molecules and biosimilars) bioequivalence studies সম্পর্কিত পরিক্ষা পরিচালনা করছেন।

রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান

গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ 'রোকেয়া দিবস-২০২৩' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় রোকেয়া হলের ৭মার্চ ভবন মিলনায়তনে 'রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান করেন।

রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নিলুফার পারভীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর উপাচার্য ও সাবেক বিজিএমইএ-এর সভাপতি ড. রুবানা হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হলের আবাসিক শিক্ষক সামশাদ নওরীন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফারহানা তাসনিম চৌধুরী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, বেগম রোকেয়া শুধুমাত্র নারী জাগরণ নয়, পুরুষ জাগরণেরও পথিকৃৎ। নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, বেগম রোকেয়া যুগোত্তীর্ণ একজন নারী। তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী উন্নয়নে রোল মডেল হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। বেগম রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণ করে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলেন– উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের আরজু আফরিন ক্যাথি। মেধাবৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- পরিসংখ্যান বিভাগের আশরাফুন জান্নাত সুপ্তি, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের শাহাজাদী সুলতানা, নৃত্যকলা বিভাগের সাদিয়া জিসান ঋতু এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সুমাইয়া জান্নাত সুপ্তি।

সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন– শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের পূজা বসাক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের এ আর তাহসিন জাহান, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের রুকাইয়া পারভীন লাবনী এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের নমল উমামা চৌধুরী। এছাড়া, কল্যাণ বৃত্তি পেয়েছেন– উর্দু বিভাগের সাজেদা আক্তার।

অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৭ শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত গোপালগঞ্জ জেলার ৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড, গোপালগঞ্জ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান এবং দাতা প্রতিনিধি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। এই বৃত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের আরও দায়িত্ববান ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই মহান নেতার জন্মভূমি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এখন জাতির তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, রাজিয়া সুলতানা রুমী (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), অন্তরা দে ও কাওসার শেখ (দর্শন), মো. শরিয়াতুল্লাহ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), বাঁধন ঘোষ (সংগীত), রিয়ামনি (অর্থনীতি) এবং জগন্নাথ বিশ্বাস (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)।

মিতসুবিশি কর্পোরেশনের ০.৭৯ মিলিয়ন টাকার বৃত্তির চেক প্রদান

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের ৬জন শিক্ষার্থী 'মিতসুবিশি কর্পোরেশন বৃত্তি' লাভ করেছেন। এই বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মিতসুবিশি কর্পোরেশন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মি. মিয়ুংগো লি ৭ লাখ ৯২ হাজার টাকার একটি চেক গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের কাছে হস্তান্তর করেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১লাখ ৩২হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম এবং মিতসুবিশি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় মিতসুবিশি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। জাপানকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী ও বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিতসুবিশি জাপানের একটি বৃহৎ কর্পোরেশন। মিতসুবিশি কর্পোরেশনের সাহায্য ও সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য তিনি মিতসুবিশি কর্পোরেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভকে অনুরোধ জানান।

মিতসুবিশি কর্পোরেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মি. মিয়ুংগো লি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মিতসুবিশি কর্পোরেশনের সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– আজমির আলম, সাবিব মো. সাদাকাতুল বারী, শানরিয়া জেবিন, মোহ্‌সিনা নাওয়াজ, পিয়াস কুমার পাল এবং এস এম রিফাত হোসেন।

গবেষণা-প্রকাশনা মেলা অনুষ্ঠিত

১ম পৃষ্ঠার পর) সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য আরও বলেন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। গবেষকদের নামেমাত্র গবেষণা না করে দেশ ও জাতির টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরি অবদান রাখতে গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে। যেই রিসার্চকে প্রোডাক্টে রূপান্তর করা যায় সেটিকেই উদ্ভাবন বলা হয়, যার দ্বারা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সামাজিক চাহিদা নিরূপণ, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণের ক্ষেত্রে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারসহ অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

ঢাবি এবং বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজের মধ্যে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজের ভাইস-রেক্টর মো. রেজাউল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর ড. মল্লিক ফখরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথভাবে সহযোগিতামূলক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উভয় প্রতিষ্ঠান সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজ পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ভাবন, ধারণা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

১২ শিক্ষার্থীর এএফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক লাভ

বিএস সম্মান ও এমএস পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ এবং ফলিত গণিত বিভাগের ১২জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'এএফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এএফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই স্বর্ণপদক তুলে দেন।

ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফেরদৌসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ এবং এএফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫